তারিখ 21 JAN 2016 ......
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ..... ২......

প্রথম আলো

পাকিস্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরও হামলা কি আসন্ন?

বিশ্লেষণ

DAWN

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলায় প্রাণহানির সংখ্যায় বিশ্বে পাকিস্তান এক নম্বরে

আবারও জঙ্গি হানায় রক্তাক্ত হলো পাকিস্তানের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শুধু পাকিস্তান নয়, দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যাপীঠকে জঙ্গি বা সন্ত্রাসী হামলার লক্ষ্যবস্তু করার ঘটনার অভাব নেই। তবে পাকিস্তান যেন এ ক্ষেত্রে এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। ডন পত্রিকার খবর অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ ডেটাবেইস (জিটিডি) তা-ই বলছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী হামলা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। বিশেষ করে ৪০ বছরের মধ্যে যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বিশ্বে এ ধরনের হামলার ঘটনা অনেক বেশি ঘটছে।

মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জিটিডি শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা নয়, সব ধরনের সন্ত্রাসবাদী ঘটনার তথ্য-উপাত্ত জড়ো করে থাকে। উন্মুক্ত-উৎসের এই ডেটাবেইসে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংঘটিত হামলার ঘটনাগুলোতে আলাদা করে চোখ বুলালেই পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

জিটিডির ওই তথ্য-উপাত্ত বলছে, বিশ্বব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে। তবে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা উদ্বেগজনক। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর পেশোয়ারে সেনাবাহিনী পরিচালিত স্কুলে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়। হয়তো প্রাণহানির সংখ্যা (মোট ১৪১ জন, যার মধ্যে শিশু-কিশোরই ১৩২) বেশি ছিল বলেই। এর আগের ঘটনাগুলো এতটা প্রাণঘাতী না হলেও ঘটনার পুনরাবৃত্তি ও ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় সেগুলোও ছিল নজিরবিহীন।

দুটি তথ্য বিবেচনায় নিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এক. দেশ ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলায় প্রাণহানির সংখ্যা বিবেচনা করলে বিশ্বে পাকিস্তানের অবস্থান এক নম্বরে। দুই. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিলেও পাকিস্তানের স্থান সবার ওপরে। জিটিডি থেকে পাওয়া তথ্য মোতাবেক, ১৯৭০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী হামলায় পাকিস্তানে নিহত হয়েছে ৪৫০ জন। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা রাশিয়ায় এ সংখ্যা ৩৬১ জন। এর মধ্যে বেশির ভাগই একক ঘটনার। ২০০৪ সালে রাশিয়ার বেসলানে স্কুলে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়েছিল শিক্ষার্থীসহ তিন শতাধিক মানুষ। আর একই সময়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটেছে ৮৫০টি। অবশ্য বেশির ভাগ ঘটনাতেই পেশোয়ারের ঘটনার মতো এত প্রাণহানি হয়নি।

এর বাইরে গত চার দশকে দক্ষিণ এশিয়ার পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিলে আরেকটি আতঙ্কজনক চিত্র পাওয়া যায়। এই সময়ে এ অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ১ হাজার ৪৩৬টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৬০ শতাংশই ঘটেছে পাকিস্তানে। সব মিলিয়ে এ অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ ঝরেছে মোট ৯৫১ জনের। একই সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে কম হামলা প্রত্যক্ষ করেছে ওশেনিয়া অঞ্চল। কঠোর অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনই এর কারণ বলে মনে করা হয়। এসব অঞ্চলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে কঠোর বিধিনিষেধ রয়েছে।

এসব পরিসংখ্যানই বলে দেয়, পাকিস্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তার অবস্থা কতটা নাজুক। এককথায়, দেশটির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখন সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহ থাবার মুখে। এমন প্রেক্ষাপটে প্রশ্নটি যদি হয়, পাকিস্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সামনের দিনগুলোতে এমন আরও হামলা আসন্ন কি না। নির্দ্বিধায় এর উত্তর হবে, 'হ্যাঁ'।